রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৩ সনের ৫০ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ১২, ২০১৩

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭৯৫—৮২৩
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৫৭৫—১৬০৬
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৬৭—২৮১
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৬০৫—১৬৩৪
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)
এডিবি-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩

নং ০৯.৫১৩.০২৪.০২.০১.০১৫.২০১২-৩০৩—এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর সঙ্গে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক জানুয়ারি ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়িতব্য Dhaka Environmentally Sustainable Water Supply Projet-শীর্ষক প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশ সরকার পক্ষে লোন নেগোসিয়েশনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রতিনিধিদল গঠন করা হল ঃ

দলনেতা

(ক) জনাব সাইফুদ্দিন আহমদ, যুগ্ম-সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ।

সদস্যবৃন্দ

(খ) জনাব শামস উদ্দিন আহমদ, যুগ্ম-সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

(গ) জনাব সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু, যুগ্ম-সচিব (ইউরোপ-১), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ।

(ঘ) জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন, সিনিয়র সহকারী সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

(ঙ) প্রতিনিধি, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।

(চ) জনাব মোঃ শামসুর রহমান, উপ-প্রধান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।

(ছ) জনাব আবু জাফর মোঃ ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী, পরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

(জ) জনাব মোঃ সিরাজউদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (আর পি এ্যান্ড ডি), ঢাকা ওয়াসা।

(ঝ) জনাব আল মামুন, উপ-সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

২। নেগোসিয়েশনের তারিখ, সময় ও স্থানঃ

তারিখ	সময়	স্থান
০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩	সকাল ১০:০০ টা থেকে শুরু	এডিবি'র বাংলাদেশ আবাসিক মিশন, আগারগাঁও, ঢাকা
০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩	সকাল ১০:০০ টা থেকে শুরু	এডিবি'র বাংলাদেশ আবাসিক মিশন, আগারগাঁও, ঢাকা

৩। উপরে বর্ণিত লোন নেগোসিয়েশন প্রতিনিধিদলের সকল সদস্য যথাসময়ে নেগোসিয়েশনে অংশগ্রহণ করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ মুর্শিদুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশ

তারিখ, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৩

নং আর-৬/৪ডি-০৩/২০১৩-৩৬৬—যেহেতু, জনাব মোঃ নূরুল হক মিয়া, সাব-রেজিস্ট্রার, শিবচর, জেলা মাদারীপুর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ অভিযোগে ৩/২০১৩ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করতঃ কেন তাঁকে চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) বা বিধি মোতাবেক অন্য কোন উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করা হবে না সে মর্মে ১০ কার্য দিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য অভিযোগ নামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ নূরুল হক মিয়া, সাব-রেজিস্ট্রার, শিবচর, জেলা মাদারীপুর উক্ত অভিযোগনামার নোটিশের জবাবে প্রস্তাবিত শাস্তি প্রদানের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য যুক্তি প্রদর্শন করতে পারেননি মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, রাষ্ট্রপক্ষ অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ নূরুল হক মিয়া, সাব-রেজিস্ট্রার, শিবচর, জেলা মাদারীপুর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ (misconduct) এর অপরাধ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন মর্মে উল্লেখপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন, এবং

সেহেতু, এক্ষণে জনাব মোঃ নূরুল হক মিয়া, সাব-রেজিস্ট্রার, শিবচর, জেলা মাদারীপুর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ (misconduct) এর অভিযোগ প্রামণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণের জন্য ১ (এক) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করার লঘুদণ্ড আরোপ করা হলো। বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করণের চাকুরিকাল ভবিষ্যতে বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গণনা করা যাবে না।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো। অবিলম্বে এ আদেশ কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ্ শেখ মোঃ জহিরুল হক
সচিব (দায়িত্বপ্রাপ্ত)।

আদেশাবলী

তারিখ, ২৬ আগস্ট ২০১৩

নং আর-৬/৭এন-৮০/২০১৩-৫৫২—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ, (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব সাইফুন্নাহার খালেক, স্বামী জনাব হুমায়ূন কবির, পিতা মরহুম জনাব আবদুল খালেক চৌধুরীকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্ন বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লেখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-৮২/২০১৩-৫৫৩—১৯৬১ সালের নোটরী অধ্যাদেশ, (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা মেট্রোপলিটন বার এসোসিয়েশনের সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মুঃ ইসলাম-আল রাজী, পিতা জনাব আমিরুল ইসলামকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লেখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ, ২ নভেম্বর ২০১৩

নং আর-৬/৭এন-৫৮/২০১৩-৫৫৯—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ, (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব নাহিদা চৌধুরী, স্বামী জনাব আবুল আনাম মোঃ রিয়াজ, পিতা মরহুম জনাব মোঃ মইজুর রহমান চৌধুরীকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লেখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-৬১/২০১৩-৫৬০—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ, (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে হবিগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব সুবীর রায়, পিতা স্বর্গীয় জনাব শচীন্দ্র চন্দ্র রায়কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্ন বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লেখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-৬২/২০১৩-৫৬১—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ, (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে মৌলভীবাজার জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব আলাউদ্দীন আহাম্মদ, পিতা মরহুম জনাব রেহান উদ্দীন আহাম্মদকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্ন বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লেখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-৬৩/২০১৩-৫৬২—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ, (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে দিনাজপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ হাসমত আলী, পিতা মরহুম জনাব মোঃ ইয়াছিন আলীকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্ন বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লেখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-৬৬/২০১৩-৫৬৩—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ, (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে হবিগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব শিল্পী রানী রায়, স্বামী ডাঃ জনাব দেবপদ রায়, পিতা স্বর্গীয় জ্যোতিষ চন্দ্র রায়কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্ন বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লেখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মিজানুর রহমান খান
উপ-সচিব (প্রশাসন)।

বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩

নং বিচার-৭/২এন-৮/২০০২(অংশ-১)-৭৭৫—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ, পিতা আহমদ হোসেন, মাতা সামছুন নেছা মৌসুমী, ১১১ মিরাবাজার, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১৮নং ওয়ার্ড এলাকায় বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-৮/২০০২(অংশ-১)-৭৭৬—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব সৈয়দ ছালিক আহমদ, পিতা মৃত সৈয়দ ছাদিকুজ্জামান, মাতা সৈয়দা রোকেয়া বেগম, রায়নগর, প্রত্যয় ৪/বি, ডাক-সদর ৩১০০, থানা কোতয়ালী, সিলেট) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১৯নং ওয়ার্ড এলাকায় বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-৮/৯৪(অংশ)-৭৮২—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, পিতা মোঃ নিলু মন্ডল, মাতা মোসাঃ তাহেরা বেগম, গ্রাম থৈকরের পাড়া, ডাকঘর জুমারবাড়ী, থানা সাঘাটা, জেলা গাইবান্ধা) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার ৮নং জুমার বাড়ী ইউনিয়ন এলাকায় বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

মোঃ হেমায়েত উদ্দিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আদেশ

তারিখ, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩

নং বিচার-৭/২এন-১৩/২০১৩-৭৮৭—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব ভানু রায়, স্বামী জয়ন্ত কুমার রায়, সাং আমশট্ট, ডাকঘর আমশট্ট, উপজেলা দুপচাঁচিয়া, জেলা বগুড়া) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

আল আসাদ মোঃ আসিফুজ্জামান
সিনিয়র সহকারী সচিব (অঃদাঃ)।

আদেশাবলী

তারিখ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩

নং বিচার-৭/২এন-২০/২০১২-৭৯৩—নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সরকার ১৮৭২ সালের স্পেশাল ম্যারিজ আইন এর ৩ ধারা মোতাবেক জনাব চন্দনা দে তপাদার, স্বামী মৃত সাধন কুমার পাল-কে ঢাকা জেলার জন্য স্পেশাল ম্যারিজ রেজিস্ট্রার হিসাবে লাইসেন্স প্রদানের অনুমোদন জ্ঞাপন করলেন।

২। স্পেশাল ম্যারিজ রেজিস্ট্রী করার ক্ষেত্রে আপনি ১৮৭২ সালের স্পেশাল ম্যারিজ আইন অনুসরণ করবেন।

৩। স্পেশাল ম্যারিজ রেজিস্ট্রী করার ক্ষেত্রে আপনি সর্বোচ্চ ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা গ্রহণ করতে পারবেন।

৪। সরকার কর্তৃক স্থগিত না করা হলে লাইসেন্সধারীর ৬৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ার তারিখ হতে অবসর গ্রহণ করেছেন বলে গণ্য হবে।

নং বিচার-৭/২এন-২০/২০১২-৭৯৪—নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সরকার ১৮৭২ সালের স্পেশাল ম্যারিজ আইন এর ৩ ধারা মোতাবেক এডভোকেট জনাব মনোজ কান্তি মজুমদার, পিতা মৃত প্রফুল্ল কুমার মজুমদার-কে সমগ্র বাংলাদেশের জন্য স্পেশাল ম্যারিজ রেজিস্ট্রার হিসাবে লাইসেন্স প্রদানের অনুমোদন জ্ঞাপন করলেন।

২। স্পেশাল ম্যারিজ রেজিস্ট্রী করার ক্ষেত্রে আপনি ১৮৭২ সালের স্পেশাল ম্যারিজ আইন অনুসরণ করবেন।

৩। স্পেশাল ম্যারিজ রেজিস্ট্রী করার ক্ষেত্রে আপনি সর্বোচ্চ ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা গ্রহণ করতে পারবেন।

৪। সরকার কর্তৃক স্থগিত না করা হলে লাইসেন্সধারীর ৬৫ বৎসর পূর্ণ হওয়া তারিখ হতে অবসর গ্রহণ করেছেন বলে গণ্য হবে।

তারিখ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩

নং বিচার-৭/২এন-২৭/২০১৩-৭৯৫—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব রাজীব কুমার চক্রবর্তী, পিতা রনজিৎ চক্রবর্তী, গ্রাম নগর রায়ের পাড়া (২নং ওয়ার্ড), ডাকঘর+উপজেলা গোয়ালন্দ, জেলা রাজবাড়ী) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-৩৮/২০১৩-৮০১—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব বিশ্বজিৎ চন্দ্র দে, পিতামৃত প্যায়ারী মোহন দে, উপজেলা সড়ক, পৌর ওয়ার্ড নং-৬, উপজেলা বোরহানউদ্দিন, জেলা ভোলা) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

তারিখ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩

নং বিচার-৭/২এন-২৫/২০১৩-৮০২—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব সুপ্রকাশ ভট্টাচার্য্য, পিতা শ্রী নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, গ্রাম গোয়ালচামট (রথখোলা), ডাকঘর ফরিদপুর, উপজেলা সদর, জেলা ফরিদপুর) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

তারিখ, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৩

নং বিচার-৭/২এন-৩০/২০১৩-৮০৮—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব প্রহল্লাহ চন্দ্র দাস, পিতা পরেশ চন্দ্র দাস, গ্রাম+ডাকঘর গন্ডা, থানা কেন্দুয়া, জেলা নেত্রকোনা) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-৩০/২০১৩-৮১০—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব চিত্র লেখা সিংহ, পিতা প্রদীপ চন্দ্র সিংহ, গ্রাম+ডাকঘর ঘাগড়া, থানা পূর্বধলা, জেলা নেত্রকোনা) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-২৬/২০১১-৮১১—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব আবু ইকবাল মোঃ ইলইয়াছ, পিতা মোঃ খোরশেদ আলম, মাতা হাছিনা বেগম, গ্রাম চর নুরুলআমিন, ডাকঘর মুন্সিরহাট, উপজেলা চরফ্যাশন, জেলা ভোলা) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার ৬নং নীলকমল ইউনিয়ন এলাকায় বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-২১/২০১৩-৮১২—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব (উত্তম কুমার ঘোষ, পিতা মৃত অজিত চন্দ্র ঘোষ, গ্রাম সমসাবাদ, ডাকঘর কোতোয়ালীবাগ, উপজেলা পাঁচবিবি, জেলা জয়পুরহাট) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

তারিখ, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৩

নং বিচার-৭/২এন-৫২/২০১৩-৮২০—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব উৎপল কুমার সাহা, পিতা মনোরঞ্জন সাহা, মাতা নিলীমা সাহা, গ্রাম কলারোয়া, ডাকঘর কলারোয়া, উপজেলা কলারোয়া, জেলা সাতক্ষীরা) আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

তারিখ, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩

নং বিচার-৭/২এন-৬৮/৮৭-৮৩৫—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ নেয়ামতুল্লাহ, পিতা মোঃ হাসেম আলী মোল্যা, মাতা মোসাঃ নূর জাহান বেগম, গ্রাম পাটেশ্বরী, ডাকঘর জামরিলডাঙ্গা, উপজেলা কালিয়া, জেলা নড়াইল) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার ১৪নং পাঁচগ্রাম ইউনিয়ন এলাকায় বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-৩৪/২০১৩-৮৩৬—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব অজিত কুমার মন্ডর, পিতা মৃত উপেন্দ্র নাথ মন্ডল, গ্রাম বড় দাউদপুর, ডাকঘর গোপীগ্রাম, উপজেলা সাদুল্লাপুর, জেলা গাইবান্ধা) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাপুর উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-৪৯/২০১৩-৮৪৬—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব শিল্পী বিশ্বাস, পিতা শচীন্দ্র নাথ বিশ্বাস, মাতা শিবানী বিশ্বাস, গ্রাম+ডাকঘর করপাড়া, উপজেলা গোপালগঞ্জ সদর, জেলা গোপালগঞ্জ) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-৪৯/২০১৩-৮৪৭—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব তানিয়া বিশ্বাস, পিতা কার্তিক চন্দ্র বিশ্বাস, স্বামী অনুপ কুমার বাড়ৈ, গ্রাম পলোটানা, ডাকঘর ভাঙ্গাঁরহাট, উপজেলা কোটালীপাড়া, জেলা গোপালগঞ্জ) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া পৌরসভা ব্যতীত সমগ্র কোটালীপাড়া উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-৩৫/২০১৩-৮৪৮—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে

(জনাব অভিজিৎ আচার্য, পিতা তারক চন্দ্র আচার্য, গ্রাম চরমদন রায়, ডাকঘর মাদারীপুর, উপজেলা ও জেলা মাদারীপুর) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মাদারীপুর জেলার মাদারীপুর সদর পৌরসভার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

তারিখ, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩

নং বিচার-৭/২এন-৪৫/২০১৩-৮৪৯(১)—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মানিক চন্দ্র রায়, পিতা দ্বিজেন্দ্র নাথ রায়, মাতা মৃত কণিকা রায়, গ্রাম জামুবাড়ী, ডাকঘর+উপজেলা বদরগঞ্জ, জেলা রংপুর) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলার বদরগঞ্জ পৌরসভা ব্যতীত সমগ্র উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-৪৫/২০১৩-৮৪৯(২)—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব হৃদয় চন্দ্র মহন্ত, পিতা মৃত কৃষ্ণ চন্দ্র মহন্ত, মাতা দ্রৌপদী রাণী মহন্ত, গ্রাম ডাবরা ডাকঘর শঠিবাড়ী, উপজেলা মিঠাপুকুর, জেলা রংপুর) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-৪৫/২০১৩-৮৪৯(৩)—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব জীবন কুমার অধিকারী, পিতা মৃত সুরেন্দ্র নাথ অধিকারী, মাতা সত্যবর্তী অধিকারী, গ্রাম কাঞ্চনপুর, ডাকঘর গুঞ্জিপাড়া, উপজেলা পীরগঞ্জ, জেলা রংপুর) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-৫৩/২০১৩-৮৫০—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব নিপা রানী, পিতা চিত্তরঞ্জন হালদার, মাতা সুমা রানী, গ্রাম ছোনখোলা, পোঃ ছোনখোলা, উপজেলা গলাচিপা, জেলা পটুয়াখালী) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-২৩/২০১৩-৮৬৬—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব স্বপন চন্দ্র সরকার, পিতা বলাই চন্দ্র সরকার, মাতা যোগমায়া রানী সরকার, গ্রাম লটাখোলা বিলের পাড়, ডাকঘর জয়পাড়া, উপজেলা দোহার, জেলা ঢাকা। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-৫২/২০১৩-৮৬৭—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব তাপস শাঁখারী, পিতা ধীরেন্দ্র নাথ শাঁখারী, মাতা বিজলী শাঁখারী, গ্রাম বাঁশদহ, ডাকঘর গোবিন্দকাটী, উপজেলা কালীগঞ্জ, জেলা সাতক্ষীরা। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

মোঃ হেমায়েত উদ্দিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

তথ্য মন্ত্রণালয়

চলচ্চিত্র শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ ভাদ্র ১৪২০/২৭ আগস্ট ২০১৩

নং ১৫.০০.০০০০.০২৭.৩১.০২১.১৩.৫৯৫—চলচ্চিত্র শিল্পে মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মানবীয় মুল্যবোধ সম্পন্ন জীবনমুখী, রুচিশীল ও শিল্পমানসমৃদ্ধ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সরকারি অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত প্যাকেজ প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য নিম্নরূপভাবে **'চলচ্চিত্র অনুদান বাছাই কমিটি'** গঠন করা হলো ঃ

সভাপতি

(১) অতিরিক্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

(২) যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা

(৩) মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা

(৪) ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, অতিরিক্ত প্রধান তথ্য কর্মকর্তা।

(৫) জনাব নাসির আহমেদ, সাংবাদিক, বাড়ী নং-৬৭৬ (৪র্থ তলা), রোড নং-১৩, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

(৬) জনাব মনজুরুল আহসান বুলবুল, বিশিষ্ট সাংবাদিক, ফ্ল্যাট নং-১১, জে, ইষ্টার্ণ হাউজিং ১০২-১০৪ বড় মগবাজার, রমনা, ঢাকা-১২১৭।

সদস্য-সচিব

(৭) যুগ্ম-সচিব/উপ-সচিব, চলচ্চিত্র অধিশাখা, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২। এতদ্বারা ০৮ আগস্ট ২০১২ তারিখের ১৫.০০.০০০০.০২৭.৩১.০০৮.১২.৪৬৮ নং প্রজ্ঞাপনমূলে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে সরকারি অনুদান প্রদানের জন্য গঠিত **'চলচ্চিত্র অনুদান বাছাই কমিটি'** বাতিল করা হলো।

৩। **কমিটির কার্যপরিধি ঃ**

(ক) অনুদান প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃক প্রণীত 'উন্নতমানের চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদানের নীতিমালা-২০১২' এর ভিত্তিতে কমিটি প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ বাছাই করবেন;

(খ) কমিটি প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করে গুণগত মানের ভিত্তিতে অনুদান প্রদানের জন্য মেধাক্রমানুসারে তালিকা প্রস্তুত করে চিত্রনাট্যের মূলকপিসহ একটি প্রতিবেদন তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর জমা প্রদান করবেন;

(গ) কমিটি প্রথম সভা অনুষ্ঠানের তারিখ থেকে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান করবেন;

(ঘ) সদস্য-সচিব কমিটিকে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আখতারুজ্জামান তালুকদার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

অধিশাখা-১০

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৩

নং ২৫.০০.০০০০.০২৩.৩৫.০১৮.১৩.৩১৬—২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ গেজেটের পাতা নং ৯৭৬২(২০) ক্রমিক নং ১৩৬ এ প্রকাশিত পরিত্যক্ত সম্পত্তি বাড়ি নং-ওয়াই/২৩, ব্লক-ডি, রাজিয়া সুলতানা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা সংরক্ষিত তালিকা হতে বিক্রয় তালিকায় আনয়ন করলেন।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার
যুগ্ম-সচিব।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

ত্রাণ প্রশাসন অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৩

নং ৫১.০০.০০০০.৪১০.০৪.০০৬.১২-৩৪৫—যেহেতু, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের প্রাক্তন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, রামগড়, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা (বর্তমানে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম) জনাব মোঃ পেয়ার আহাম্মদ ভূইয়া রামগড় উপজেলায় কর্মকালে কর্মস্থলে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির কারণে সময়মত মজুরী না পেয়ে কতিপয় শ্রমিক কর্তৃক উপজেলা সদরে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের

আইনানুগ আদেশ পালনে ব্যর্থতা প্রভৃতির অভিযোগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ৬-৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখের ৫১.০০.০০০০.৪১০.০৪.০০৬.১২-৪৪০ সংখ্যক স্মারকমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ধারামতে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিগত ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব দাখিল করে শুনানীতে সুযোগদানের আবেদন করলে কর্তৃপক্ষ গত ১৪-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তার শুনানী গ্রহণ করে। তার পেশকৃত জবাব ও শুনানীকালে উপস্থাপিত বক্তব্য আনীত অভিযোগসমূহ খন্ডনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট যথার্থ বিবেচিত না হওয়ায় আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের ১৭-১২-২০১২ খিঃ তারিখের ৫১.০০.০০০০.৪১০.০৪.০০৬.১২-৬৫১ সংখ্যক স্মারকমূলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযোগসমূহ তদন্ত করে ১৫-৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। দাখিলকৃত প্রতিবেদনে আনীত অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তা দোষী মর্মে মতামত প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, আনীত অভিযোগ অভিযুক্তের লিখিত জবাব ও শুনানীকালে উপস্থাপিত তথ্যাদি, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় তাকে আনীত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে লঘুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, এক্ষণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২) (বি) বিধিমতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ পেয়ার আহাম্মদ ভূইয়া-এর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী ১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। উক্ত সময়কাল তার পরবর্তী বেতন বৃদ্ধিতে গণনা করা যাবে না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মেছবাহ্ উল আলম
সচিব।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ০৭ আগস্ট ২০১৩

নং ৩৯.০০৯.০০৬.০১.০০.০৪৯.২০১৩-২০১৪/১২৩৪—নির্দেশক্রমে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কর্মসূচীর" আওতায় বিশেষ অনুদান সংক্রান্ত প্রকল্প বাছাই এবং পর্যালোচনান্তে অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত বিশেষজ্ঞ/বিজ্ঞানী/গবেষক/কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে Peer Review Committee on Environmental Sciences (ES) গঠন করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	ঠিকানা	মন্তব্য
(১)	অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন	অনুজীব বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	আহ্বায়ক
(২)	অধ্যাপক ড. মোঃ আহসান আখতার হাসিন	আই.পি.ই বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
(৩)	অধ্যাপক ড. মোঃ আসলাম আলী	এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।	সদস্য
(৪)	অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম	উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।	সদস্য
(৫)	অধ্যাপক ড. মোঃ গিয়াসউদ্দীন মিয়া	কৃষিবনায়ন ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।	সদস্য
(৬)	অধ্যাপক ড. খবির উদ্দিন মিয়া	পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা	সদস্য
(৭)	ড. এ কে আজাদ পিএইচডি, এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর	পল্লী শিশু ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ (পিএসএফ) বাড়ি নং-৬/এ, বড়বাগ, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা।	সদস্য
(৮)	মোঃ খলিলুর রহমান	উপ-সচিব (অধিশাখা-২), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৯)	মুঃ হুমায়ুন কবীর লস্কর	যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

২। **কর্মপরিধিঃ** Guidelines for Different Programmes under Special Allocation for Science & Technology (Revised in March 2012) অনুযায়ী বিশেষ অনুদান সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহ পর্যালোচনা, বাছাই ও অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান।

৩। গাইড লাইন অনুযায়ী Peer Review Committee'র আহ্বায়ক/সদস্য কোন প্রকল্প দাখিল করতে পারবেন না।

৪। কমিটির সদস্য মোঃ খলিলুর রহমান কমিটির সদস্য সচিবের সংগে পরামর্শক্রমে সভা আহ্বান, সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবেন।

৫। Peer Review Committee'র সভায় কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হয়েছে মর্মে ধরে নেয়া যাবে।

নং ৩৯.০০৯.০০৬.০১.০০.০৪৯.২০১৩-২০১৪/১২৩৫—নির্দেশক্রমে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কর্মসূচীর" আওতায় বিশেষ অনুদান সংক্রান্ত প্রকল্প বাছাই এবং পর্যালোচনান্তে অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত বিশেষজ্ঞ/বিজ্ঞানী/গবেষক/কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে Peer Review Committee on Engineering & Applied Sciences (EAS) গঠন করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	ঠিকানা	মন্তব্য
(১)	অধ্যাপক ড. মোঃ খায়রুল আলম খান	উপাচার্য, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ	আহ্বায়ক
(২)	অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলাউদ্দিন	উপাচার্য, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর	সদস্য
(৩)	অধ্যাপক ড. প্রান কানাই সাহা	তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
(৪)	অধ্যাপক ড. মোঃ শামসুদ্দীন	ফুড টেকনোলজি ও গ্রামীণ শিল্প বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	সদস্য
(৫)	প্রকৌশলী আলী জুলকারনাইন	সদস্য, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা	সদস্য
(৬)	অধ্যাপক ড. আবুল হোসেন	পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা	সদস্য
(৭)	বিজয় কৃষ্ণ দেবনাথ	উপ-সচিব (অধিশাখা-৬), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৮)	মুঃ হুমায়ুন কবীর লস্কর	যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

২। **কর্মপরিধিঃ** Guidelines for Different Programmes under Special Allocation for Science & Technology (Revised in March 2012) অনুযায়ী বিশেষ অনুদান সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহ পর্যালোচনা, বাছাই ও অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান।

৩। গাইড লাইন অনুযায়ী Peer Review Committee'র আহ্বায়ক/সদস্য কোন প্রকল্প দাখিল করতে পারবেন না।

৪। কমিটির সদস্য বিজয় কৃষ্ণ দেবনাথ কমিটির সদস্য সচিবের সংগে পরামর্শক্রমে সভা আহ্বান, সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবেন।

৫। Peer Review Committee'র সভায় কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হয়েছে মর্মে ধরে নেয়া যাবে।

মুঃ হুমায়ুন কবীর লস্কর
যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত)।

ভূমি মন্ত্রণালয়

জরিপ শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৩

নং ৩১.০৩৬.০২৭.০০.০০.১৯৪.২০১০-৩৪১—জনাব খন্দকার মোঃ এহসান আলী, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত (১৯/২০১০) বিভাগীয় মামলার শুনানিঅন্তে সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় নিম্নরূপ আদেশ দিয়েছেন ঃ

"অভিযুক্ত কর্মকর্তা উপস্থিত। তাকে শোনা হলো। নথি পর্যালোচনা করা হলো। তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) মোতাবেক 'তিরস্কার' দণ্ড প্রদান করা হলো।"

মোঃ শরিফুজ্জামান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে স্থলাভিষিক্ত হবে]

জরিপ শাখা-২ (অপারেশন)

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২০ জানুয়ারি ২০১৩

নং ৩১.০৩৬.০০.০০.০৭৯.২০১০-২৮—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারাধীন ৭ নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে, এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	ঝাউখোলা	৫৮	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর
(২)	রামখন্ড	৬২	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর
(৩)	গদাধর ডাঙ্গী	৯৩	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর
(৪)	বিল গজারিয়া	১০৯	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর
(৫)	কাগদী	৬৫	নগরকান্দা	ফরিদপুর
(৬)	গোপালীয়া	৪৩	নগরকান্দা	ফরিদপুর
(৭)	শ্রীরামপুর তেলিকান্দি	১০৯	মধুখালী	ফরিদপুর
(৮)	কাফুরপুর	২৩	ভাংগা	ফরিদপুর
(৯)	কুমারখালী	৬৪	ভাংগা	ফরিদপুর
(১০)	বিশ্বনাথপুর	৮১	সদরপুর	ফরিদপুর
(১১)	চর আমিরাবাদ	৮৩	সদরপুর	ফরিদপুর
(১২)	কৃষ্ণনগর	৭৮	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(১৩)	পূর্ব চর বর্নি	৫৬	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
(১৪)	পূর্বমোড়া	১৭৩	বোয়ালমারী	ফরিদপুর

কানিজ মওলা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শাখা-১

ঘ-ফরম

এল, এ কেস নং ৪৬/৭৫-৭৬

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫ (৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৪ আগস্ট ২০১৩

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০২৫.১৩-২১৭—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৩-৮-১৯৭৬ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল ঃ

তফসিল

মৌজা গদাই, জে, এল নং ৫২, উপজেলা কাউনিয়া, জেলা রংপুর।

দাগ নং	দাগে অধিগৃহীত জমির পরিমাণ (একরে)
১২৩৭	০.০৪ আংশিক
১৫০১	২.৩২ ,,
১৫০২	০.০৭ ,,
১৫০৪	০.০৫ ,,
১৫০৯	০.০৬ ,,
১৫১১	০.১০ ,,
১৫১৭	০.০৫ পূর্ণ

দাগ নং	দাগে অধিগৃহীত জমির পরিমাণ (একরে)
১৫১৯	০.০৬ আংশিক
১৫২০	০.২৫ ,,
১৫২১	৪.৫৮ ,,
১৫২২	০.০৪ ,,
১৫২৮	০.০৩ ,,
১৫২৯	০.০৫ ,,
১৬৫৮	০.০৪ পূর্ণ
১৬৫৯	০.০৪ ,,
	সর্বমোট =৭.৭৮ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মতিয়ার রহমান
উপ-সচিব।

শাখা-৫

ঘ-ফরম

এল, এ কেস নং ৭২/১৯৬৮-৬৯

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫ (৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৪ জুলাই ২০১৩

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯৩.১৩-২১১—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৩-৮-১৯৬৯ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল ঃ

তফসিল

মৌজা টুপিপাড়া, জে, এল নং ১৮, উপজেলা শ্রীপুর, জেলা মাগুরা।

খতিয়ান নং	দাগ নং	দাগে মোট ভূমি (একরে)	অধিগৃহণকৃত ভূমির পরিমাণ (একরে)
২/১	৮০১	১.৫১	০.১২
			সর্বমোট=০.১২ একর

অধিগ্রহণকৃত ভূমির নক্সা অফিসে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

পারভীন আক্তার
যুগ্ম-সচিব।

শাখা-২

ঘোষণা

ঘ-ফরম

এল, এ কেস নং ৩২(W)/৬৭-৬৮

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫ (৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২২ আগস্ট ২০১৩

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৭৬.১৩-২৪২—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইনের (১৯৮২ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল ঃ

তফসিল

মৌজা বড়বগী, জে, এল নং ৪৪, সিট নং ১৬, উপজেলা আমতলী, জেলা বরগুনা।

খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির শ্রেণী	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১৮৫	৭৬৪০	নাল	.৭৬	.৭৬
১৭৪	৭৬৪১	,,	.২০	.২০
৪০৪	৭৬৪৯	খাল	.০১	.০১
৫০২	৭৬৮০	,,	.০৭	.০৭
০১	৭৬৮১	,,	.১০	.১০

খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির শ্রেণী	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৫০২	৭৬৮৩	নাল	.২৪	.২৪
১৮৬	৭৬৯০	ডোবা	.৩২	.৩২
৮১২	৭৭৭০	পতিত	.০৯	.০৯
০১	৭৯৪২	ডোবা	.১৪	.১৪
০১	৭৯৪৩	,,	.০৬	.০৬
০১	৭৬২৫	খাল	১.৯৩	.৪৮
১৮৫	৭৬৩৭	পতিত	.৪০	.০৮
৪১২	৭৬৩৮	বাগান	.১৪	.০৮
১৭৪	৭৬৪২	নাল	৩.৩৭	.৭২
৪০৪	৭৬৪৮	,,	.৫৩	.৪৮
৪০৪	৭৬৫০	,,	.৭০	.৫৫
৩৩০	৭৬৫৭	,,	১.১৩	.৮৫
৩১২	৭৬৫৮	,,	.৮৩	.৫৬
৫০২	৭৬৭৯	,,	.৮৮	.২৩
০১	৭৬৮২	,,	.৭৬	.৬২
০১	৭৬৮৪	বাঁধ	.৮৭	.০৭
১৮৬	৭৬৮৫	পতিত	.১৪	.০২
১৮৬	৭৬৮৬	খাল	.১২	.০১
১৮৬	৭৬৮৮	পতিত	১.৫৯	.১৫
০১	৭৬৮৯	বাঁধ	১.৪৬	১.১৫
১৮৬	৭৬৯৪	নাল	৯.৯৮	১.২০
৭৭৪	৭৭২০	,,	৯.৭৮	১.৩১
৭৭৪	৭৭২১	পতিত	.৪৬	.১৪
৭৭৪	৭৭২২	নাল	১.৩৬	.৩০
০১	৭৭২৩	নাল	১.৭৯	.৭২
১, ১৮৭	৭৭২৪	,,	৮.৪৪	১.১২
১৮৮	৭৭৪২	,,	৬.৭৯	.৭৮
১৮৮	৭৭৪৩	,,	১.৯০	১.০০
৯৯	৭৭৪৪	,,	১.১৪	.৬৮
৯৯	৭৭৪৫	,,	৩.৫৫	.৩০
৮১২	৭৭৬৯	,,	৬.৭৯	.৪০
৮১২	৭৭৭১	,,	২.৩৬	২.০৪
৮১২	৭৭৭২	পতিত	.৮৯	.২১
৮১২	৭৭৭৩	নাল	.৫৫	.২৬
৫৮৫	৭৭৭৭	,,	১.৭৫	১.২০
৫৫৭	৭৮০০	,,	২.৮২	১.২৬
৫৯৬	৭৮০৪	,,	২.৫৯	১.৩০
৫৯৬	৭৮০৫	,,	২.৪৯	১.৩২
০১	৭৯৩২	,,	৩.৯৫	২.৫২
১৮৫	৭৫৬৮	,,	১০.৫৬	.১৮
৪১২	৭৬৩৯	খাল	.৩১	.২২

মোট জমির পরিমাণ = ২৬.৫০ একর মাত্র।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

পারভীন আক্তার
যুগ্ম-সচিব।

শাখা-০৫

ঘ-ফরম

এল, এ কেস নং ৪০/১৯৬৯-৭০

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫ (৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৯ আগস্ট ২০১৩

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১০০.১৩-২৫৫—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ৫-৫-১৯৭০ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে। এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল ঃ

তফসিল

মৌজা শ্রীপুর, জে, এল নং ১৯, উপজেলা শ্রীপুর, জেলা মাগুরা।

খতিয়ান নং	দাগ নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৮২১	৩৯৯	০.২১	০.০৮
৭৯	৪৭৩	০.৩১	০.০১
১৯৭, ২০৩	৩৯৮	০.২৮	০.০১
৩০৪	৪০০	০.০৮	০.০৩
৩০২	৪০১	০.১০	০.০৪
৩০২	৪০২	০.০৯	০.০৩
৬৬৪	৪০৩	০.৬৬	০.০১
৯৯৮	৪৭১	০.৩৬	০.০৯
৪৩৯	৪৭০	০.২৩	০.০৭
১০৯, ১১০	৪৬৩	০.৪৩	০.১৩
৮৮৯, ৮৯৫	৪৫৯	০.৫৪	০.১৪
১৯৪	৪৪৫	০.১৪	০.০১
১৫৮	৪৪৬	০.২৪	০.০৫
৬৫৬	৪৪৪	০.২৮	০.০৭
৬৬৪, ৯৩৮	৪৩৮	০.১৩	০.০৫
৯১০	৪৩৯	০.১০	০.০৩
৭১২, ৭২২	৪৪০	০.৪৪	০.০২
৬৬৪, ৬৮৪	৪৪১	০.২৭	০.১০
৫৩৪	৪৩২	১.০০	০.১৮
২৬৯	৬২০	০.১৭	০.০৩
			সর্বমোট = ১.১৮ একর মাত্র।

অধিগ্রহণকৃত ভূমির নক্সা অফিসে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

পারভীন আক্তার
যুগ্ম-সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-১ অধিশাখা

আদেশ

তারিখ, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৩

নং মপ্রাম/ম-১/ব্যক্তিগত-২৪/১২/৩৯২—যেহেতু, শওকত কবির চৌধুরী, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী, প্রাক্তন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (নিজ বেতনে), রামগতি, লক্ষীপুর সরকারি অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করে ব্যক্তিগত হিসাব নং ৯২৪৭-তে জমা করে পরবর্তীতে উক্ত টাকা উত্তোলন করে পাওনাদারের বিল পরিশোধ করার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) এবং ৩ (ডি) বিধি মোতাবেক এ মন্ত্রণালয়ের ১৮-৭-২০১৩ তারিখের মপ্রাম/ম-১/ব্যক্তিগত-২৪/১২/৩০১ ও ৩০২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, শওকত কবির চৌধুরী অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত ৪-৮-২০১৩ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদন করেন। গত ১-৯-২০১৩ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবণ ও উপস্থাপিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনায় শওকত কবির চৌধুরীর জবাব ও বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি;

সেহেতু, এক্ষণে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ৬ (১)(বি) বিধি অনুযায়ী শওকত কবির চৌধুরী এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে তাঁকে এতদ্বারা উক্ত বিধিমালার ৪(২)(এ) বিধি অনুযায়ী "তিরস্কার" (Censure) দণ্ড করা হ'ল এবং একজন নবীন কর্মকর্তা হিসেবে তাঁকে ভবিষ্যতে এ ধরনের বিধি বহির্ভূত কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা হলো।

উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত
সচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-সেল

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৯ আগস্ট ২০১৩

নং মশিবিম/শা-সেল-৭/৯৯/(অংশ-১)৩৮৫—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০(১) ধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠী এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার ঝালকাঠী জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণী	নাম	পদবী
(১)	১০(১)(ঙ)	সমাজসেবা	বেগম সাহানা আলম, স্বামী সরদার মোঃ শাহ আলম	চেয়ারম্যান
(২)	১০(১)(ঘ)	শিক্ষিকা	সোমা দাস, পিতা ভবেন দাস	সদস্য
(৩)	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম হোসনে আরা মান্নান, স্বামী আব্দুল মান্নান মুন্সি	সদস্য
(৪)	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম জাহানারা বেগম ঝর্ণা, স্বামী মরহুম আব্দুল হাকিম খান	সদস্য
(৫)	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম ইসরাত জাহান সেফালী, স্বামী সাখাওয়াত হোসেন খান	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের বেগম সাহানা আলম উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ১১-৮-২০১৩ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

নং মশিবিম/শা-সেল-৭/৯৯(অংশ-১)/৩৮৬—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০(১) ধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, বরিশাল-এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার বরিশাল জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

চেয়ারম্যান

(১) মাহেরু বেগম, পিতা মৃত আঃ আজিজ মিয়া।

সদস্যবৃন্দ

(২) শ্যামলী সাহা, স্বামী অনিল চন্দ্র দাস;

(৩) ফরিদা বেগম (নিয়াজী), স্বামী সাইদ খান;

(৪) খালেদা খানম, স্বামী মৃত নওয়াব হোসেন;

(৫) কোহিনুর বেগম, স্বামী মৃত সৈয়দ লাল মিয়া।

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের মাহেরু বেগম উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ১১-৮-২০১৩ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারন না দর্শিয়ে, তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

নং মশিবিম/শা-সেল-৭/৯৯/(অংশ-১)৩৮৭—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০(১) ধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, খুলনা এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার খুলনা জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	নাম	পদবী
(১)	১০(১)ঘ	অধ্যক্ষ দেলোয়ারা বেগম।	সদস্য
(২)	১০(১)ঙ	বেগম লিভানা পারভিন।	সদস্য
(৩)	১০(১)ছ	অধ্যাপিকা হোসনে আরা বেগম, স্বামী মৃত আমিনুল হোসেন বাদশা।	চেয়ারম্যান
(৪)	১০(১)(ছ)	বেগম বলাকা রায়, পিতা সুহাস রায়।	সদস্য
(৫)	১০(১)(ছ)	বেগম লুৎফুন্নেছা লূৎফা, স্বামী হাবিবুর রহমান খান।	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ৩নং ক্রমিকের অধ্যাপিকা হোসনে আরা বেগম উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ৩১-৮-২০১৩ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে, তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

নং মশিবিম/শা-সেল-৭/৯৯(অংশ-১)/৩৮৯—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০(১) ধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার গোপালগঞ্জ জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

(১) বেগম ফজিলাতুন্নেছা;

(২) বেগম নাসিমা আখতার রুবেল;

(৩) বেগম মাহমুদা বেগম;

(৪) বেগম পাপিয়া সুলতানা;

(৫) বেগম নাহিদা খান মলি।

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের বেগম ফজিলাতুন্নেছা উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ১১-৮-২০১৩ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকবে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে, তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

নং মশিবিম/শা-সেল-৭/৯৯(অংশ-১)/৩৯০—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০(১) ধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, রাজবাড়ী এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার রাজবাড়ী জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

ক্রঃ নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণী	নাম	পদবী
(১)	১০(১)ঘ	শিক্ষিকা	বেগম কামরুন নাহার চৌধুরী, স্বামী মহম্মদ আলী চৌধুরী।	চেয়ারম্যান
(২)	১০(১)ঙ	সমাজসেবী	বেগম নিলুফার বেগম, স্বামী সবুর খান।	সদস্য
(৩)	১০(১)ছ	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম রোকেয়া রহমান, স্বামী বাচ্চু রহমান	সদস্য
(৪)	১০(১)ছ	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম নাছিমা পারভীন (সিমু), স্বামী কাজী ফিরোজ।	সদস্য
(৫)	১০(১)ছ	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম উমা সেন, স্বামী বিনয় কান্ত নাগ।	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের বেগম কামরুন নাহার চৌধুরী উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ১১-৮-২০১৩ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকবে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে, তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

নং মশিবিম/শা-সেল-৭/৯৯(অংশ-১)/৩৯২—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০(১) ধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার নারায়ণগঞ্জ জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

ক্রঃ নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণী	নাম	পদবী
(১)	১০(১)ঘ	শিক্ষিকা	বেগম শাহিদা মোশারফ, স্বামী মোশারফ হোসেন।	সদস্য
(২)	১০(১)ঙ	সমাজসেবী	বেগম মনোয়ার বেগম, স্বামী আব্দুল হক।	সদস্য
(৩)	১০(১)ছ	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম মরিয়ম কল্পনা রহমান, স্বামী আব্দুর রহমান।	চেয়ারম্যান
(৪)	১০(১)ছ	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম আলেয়া বেগম, স্বামী সাখাওয়াত হোসেন।	সদস্য
(৫)	১০(১)ছ	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম আছিয়া সুমি, স্বামী সোহরাব হোসেন।	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ৩নং ক্রমিকের বেগম মরিয়ম কল্পনা রহমান উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ১১-৮-২০১৩ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকবে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে, তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরা ও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

নং মশিবিম/শা-সেল-৭/৯৯(অংশ-১)/৩৯৩—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০(১) ধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, গাজীপুর এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার গাজীপুর জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

ক্রঃ নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণী	নাম	পদবী
(১)	১০(১)ছ	বিশিষ্ট মহিলা	মিসেস দিলরুবা ফাওজিয়া, স্বামী মৃত ডাঃ হাবিবুর রহমান।	চেয়ারম্যান
(২)	১০(১)ছ	বিশিষ্ট মহিলা	মিসেস নেজবাহার বেগম, স্বামী মোঃ নূরুল ইসলাম।	সদস্য
(৩)	১০(১)ছ	বিশিষ্ট মহিলা	আলহাজ্ব সেলিনা ইউনুস, স্বামী মোঃ ইউনুস আলী।	সদস্য
(৪)	১০(১)ঙ	সামজসেবী	মিসেস শিরীন শহীদ, স্বামী শেখ মোঃ শহীদুল্লাহ।	সদস্য
(৫)	১০(১)ঘ	শিক্ষিকা	বেগম হোসনে আরা সিদ্দিকী জুলি, স্বামী মোঃ আজগর হোসেন	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের মিসেস দিলরুবা ফাওজিয়া উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ১১-৮-২০১৩ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকবে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে, তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরা ও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

নং মশিবিম/শা-সেল-৭/৯৯(অংশ-১)/৩৯৪—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০(১) ধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার ময়মনসিংহ জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

সদস্য

(১) বেগম রেহেনা বেগম, স্বামী মৃত ফিরোজাখান নুন।

চেয়ারম্যান

(২) বেগম ফাতেমাতুজ যোহরা রাণী, স্বামী আমিনুল ইসলাম তারা।

সদস্যবৃন্দ

(৩) বেগম শেলী রহমান, স্বামী গোলাম রহমান।

(৪) বেগম শাহেরা পারভীন মিনু, স্বামী আফাজ সরকার।

(৫) বেগম মনোয়ার বেগম, স্বামী হাবিবুর রহমান।

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ২নং ক্রমিকের বেগম ফাতেমাতুজ যোহরা রাণী উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ১১-৮-২০১৩ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকবে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে, তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরা ও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

নং মশিবিম/শা-সেল-৭/৯৯(অংশ-১)/৩৯৫—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০(১) ধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার টাঙ্গাইল জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

সদস্য

(১) বেগম নাছিমা বেগম, স্বামী ডাঃ আব্দুল বাছিত।

চেয়ারম্যান

(২) বেগম মনোয়ারা বেগম, স্বামী মৃত আলী আকবর খান।

সদস্যবৃন্দ

(৩) বেগম মিনু আনুহলী, স্বামী শহীদ আনোহলী।

(৪) বেগম তসলিমা আনোয়ার, স্বামী মোঃ আনোয়ার হোসেন।

(৫) বেগম রুমা খান, স্বামী মোঃ বাবু মিয়া।

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ২নং ক্রমিকের বেগম মনোয়ারা বেগম উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ১১-৮-২০১৩ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকবে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে, তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরা ও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

নং মশিবিম/শা-সেল-৭/৯৯(অংশ-১)/৩৯৬—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০(১) ধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, শেরপুর এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার শেরপুর জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

ক্রঃ নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণী	নাম	পদবী
(১)	১০(১)ঙ	সমাজসেবী	বেগম সামছুন্নাহার কামাল, স্বামী কামাল উদ্দিন।	চেয়ারম্যান
(২)	১০(১)ঘ	শিক্ষিকা	বেগম নাসরিন বেগম, স্বামী মাহবুবুর রহমান (সুজা)।	সদস্য
(৩)	১০(১)ছ	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম ফৌজিয়া বেগম, স্বামী নেজামুল হক।	সদস্য
(৪)	১০(১)ছ	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম ফারজানা পারভিন মুন্নি, স্বামী আবদুল আল হেলাল।	সদস্য
(৫)	১০(১)ছ	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম তাহমিনা আক্তার লাকি, স্বামী এ কে এম হাফিজুর রহমান।	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের বেগম সামছুন্নাহার কামাল উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ১১-৮-২০১৩ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকবে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে, তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরা ও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

নং মশিবিম/শা-সেল-৭/৯৯(অংশ-১)/৩৯৭—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০(১) ধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, নেত্রকোনা এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার নেত্রকোনা জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

চেয়ারম্যান

(১) বেগম শামছুন্নাহার খানম, স্বামী কর্ণেল আব্দুল নূর খান (অবঃ)।

সদস্যবৃন্দ

(২) বেগম হাবিবার রহমান, স্বামী আলী আসদর পাঠান সান্টু।

(৩) বেগম তমা ইসলাম, স্বামী সাইদুর রহমান খান।

(৪) বেগম আয়শা আক্তার, স্বামী মোঃ হাসিম উদ্দিন তালুকদার।

(৫) বেগম আমিরুন্নাহার খানম, স্বামী ফরহাদ আলী খান।

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের বেগম শামছুন্নাহার খানম উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ১১-৮-২০১৩ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকবে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে, তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরা ও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

নং মশিবিম/শা-সেল-৭/৯৯(অংশ-১)/৩৯৮—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০(১) ধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার মাদারীপুর জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

ক্রঃ নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণী	নাম	পদবী
(১)	১০(১)ছ	বিশিষ্ট মহিলা	অধ্যাপিকা তাহমিনা সিদ্দিকী, স্বামী মৃত আবু বকর সিদ্দিকী।	চেয়ারম্যান
(২)	১০(১)ছ	বিশিষ্ট মহিলা	কাজী ফাতেমা বেগম, স্বামী মৃত মোশারফ হোসেন।	সদস্য
(৩)	১০(১)ছ	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম ইয়াসমীন নাহার রিক্তি, স্বামী ইসরাত হোসেন উজ্জল।	সদস্য
(৪)	১০(১)ঙ	সমাজসেবী	বেগম শাহনাজ পারভীন সীমা, স্বামী মোঃ মাহবুব হোসেন।	সদস্য
(৫)	১০(১)ঘ	শিক্ষিকা	ডাঃ রুনিয়া বেগম আলো, স্বামী ডাঃ রেজাউল করিম।	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের অধ্যাপিকা তাহমিনা সিদ্দিকী উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ৩১-৮-২০১৩ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকবে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে, তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরা ও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

নং মশিবিম/শা-সেল-৭/৯৯(অংশ-১)/৩৯৯—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০(১) ধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার লালমনিরহাট জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

ক্রঃ নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণী	নাম	পদবী
(১)	১০(১)ছ	বিশিষ্ট মহিলা	এ্যাডঃ সফূরা বেগম রুমী, স্বামী মোঃ আব্দুল্লাহ হোসেন।	চেয়ারম্যান
(২)	১০(১)ছ	বিশিষ্ট মহিলা	মোছাঃ রাশিদা বেগম, স্বামী মাহফুজার রহমান (খোকন)।	সদস্য
(৩)	১০(১)ছ	বিশিষ্ট মহিলা	মোছাঃ আফরোজা বেগম মেরী, স্বামী মোঃ আব্দুল হাদী।	সদস্য
(৪)	১০(১)ঙ	সমাজসেবী	বেগম জিল্লে আরশে এলাহী, স্বামী আনোয়ারুল ইসলাম।	সদস্য
(৫)	১০(১)ঘ	শিক্ষিকা	মোছাঃ মাকছুক কামরুন, স্বামী মৃত কামরুল ইসলাম।	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের এ্যাডঃ সফূরা বেগম রুমী উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ১১-৮-২০১৩ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকবে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে, তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরা সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ লোকমান আহাম্মদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-৭ (কলেজ-২)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২ আগস্ট ২০১৩/৭ ভাদ্র ১৪২০

নং শিম/শাঃ৭/বিভাগীয় মামলা-১৪/-২০১১/৪৪১—যেহেতু, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম, প্রভাষক (গণিত), সরকারি এম এম আলী কলেজ, কাগমারী, টাঙ্গাইল এর বিরুদ্ধে ১৯-১২-২০১০ তারিখ হতে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি জবাব প্রদান করেননি। পরবর্তিতে জেলা প্রশাসক, গাজীপুর এর মাধ্যমে নোটিশটি জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে জেলা প্রশাসক জানান যে, "অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বাড়িতে না পেয়ে তার পক্ষে ছোট ভাই মোঃ খায়রুল ইসলাম নোটিশটি স্বাক্ষর করে গ্রহণ করে"। অত:পর বিষয়টি তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় এবং তাকে

২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। কিন্তু উক্ত নোটিশেরও জবাব পাওয়া যায়নি এবং তা ফেরতও আসেনি। অত:পর জেলা প্রশাসক, গাজীপুর এর মাধ্যমে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ জারীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে জেলা প্রশাসক জানান যে, "অভিযুক্ত ব্যক্তির ব্যক্তির স্বাক্ষর নিয়ে নোটিশটি করা হয়";

যেহেতু, জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম এর বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচা নান্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক ১৯-১২-২০১০ তারিখ হতে ভূতাপেক্ষভাবে "চাকুরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal from service)" করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন একমত পোষণ করে এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

সেহেতু, জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম, প্রভাষক (গণিত), সরকারি এম এম আলী কলেজ, কাগমারী টাঙ্গাইলকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক ১৯-১২-২০১০ তারিখ হতে ভূতাপেক্ষভাবে "চাকুরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal from service)" করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ ভাদ্র ১৪২০/২ সেপ্টেম্বর ২০১৩

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১২.৩১.১২-১৩০৯—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের (সাবেক সংস্থাপন) ১১-১১-১৯৯৪ তারিখের সম(বিধি-২)/পদোন্নতি-২৭/৯৪-১৬৪ নং প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে উপসহকারী প্রকৌশলী ও সমমানের পদসমূহে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমাধারী কর্মকর্তাদেরকে ২য় শ্রেণীর পদমর্যাদা প্রদান করায় এবং এস,আর, ও নং ১৮৬-আইন/২০১৩।-এর প্রেক্ষিতে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও সমমানের পদসমূহে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমাধারী কর্মকর্তাদের তৃতীয় শ্রেণী হতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করা হলো।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোসাঃ রাবেয়া বসরী
সহকারী সচিব।

[অভিন্ন নম্বর ও তারিখের অফিস আদেশের স্থলাভিষিক্ত]

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শাখা-১০

অফিস আদেশ

তারিখ, ১৪ আগস্ট ২০১৩

নং শ্রম/শাখা-১০/অভিযোগ-২/০৯(অংশ-১)-৪২৪—যেহেত, জনাব মোঃ আমিনুল হক, উপপ্রধান পরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে রানা প্লাজা ভবন ধসের ঘটনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(সি) ধারায় অভিযোগ আনয়ন করে একই বিধির ১১(১) ধারায় সাময়িক বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, উপরোক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে ৩/২০১৩ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করতঃ ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্যক্তিগত শুনানীতে জনাব মোঃ আমিনুল হক কৃত ত্রুটির জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা ও ভবিষ্যতে সতর্ক থাকার লিখিত ও মৌখিক অঙ্গীকার প্রদান করেছেন।

সেহেতু, জনাব মোঃ আমিনুল হক, উপপ্রধান পরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর, চট্টগ্রামকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তাঁর সাময়িক বরখাস্তকালীন সময় কর্মকাল হিসেবে গণ্য হবে এবং তিনি বিধি মোতাবেক বকেয়া বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

মিকাইল শিপার
সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
শৃংখলা-১ শাখা

আদেশ

তারিখ ২৩ শ্রাবণ ১৪২০/৭ আগস্ট ২০১৩

নং স্বাপকম/শৃংখলা-১/১-১০/২০০২/৬৯৭—যেহেতু ডাঃ মোঃ নূরুল আলম (৩৬৮০০), প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, বুরুঙ্গা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বালাগঞ্জ, সিলেট ২২-১-২০০১ তারিখ হতে কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও বিনানুমিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে কেন গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে অপসারণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

এক্ষণে সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩)(সি) বিধি মোতাবেক ডাঃ মোঃ নূরুল আলম কোড নং ৩৬৮০০), প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, বুরুঙ্গা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বালাগঞ্জ, সিলেট-কে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ২২-১-২০০১ থেকে সরকারি চাকুরি হতে অপসারণ করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম. এম. নিয়াজউদ্দিন
সচিব।

আদেশাবলী

তারিখ, ২১ জুলাই ২০১৩

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০১৫.২০১২-৬৩৭—যেহেতু, ডাঃ মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন (কোড ১১২৫০৭), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, খালিয়াজুড়ি, নেত্রকোনা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির' দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ৮-৫-২০১৩ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীঅন্তে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত মর্মে মতামত প্রদান করেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন (কোড-১১২৫০৭), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, খালিয়াজুড়ি, নেত্রকোনা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০০৬.২০১৩-৬৪১—যেহেতু, ডাঃ অমিত কুমার বসু (৩৮৮৬৮), সিনিয়র কনসালটেন্ট (চঃদাঃ), গাইনী, সদর হাসপাতাল, গাইবান্ধা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ১৬-৭-২০১৩ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়।

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা তাঁর অনুপস্থিতির বিষয়ে শুনানীতে জানান যে, সে সময় তিনি পারিবারিক সমস্যার জন্য মানসিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। তিনি তার অসুস্থতার স্বপক্ষে ডাক্তারী সনদপত্র দাখিল করেন। তিনি আরও জানান যে, তিনি ঐ সময়ের জন্য অর্জিত ছুটি চেয়ে আবেদন করেছিলেন কিন্তু অজ্ঞাত কারণে সিভিল সার্জন অফিস হতে তার আবেদন অগ্রবর্তী করা হয়নি;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ অমিত কুমার বসু (৩৮৮৬৮), সিনিয়র কনসালটেন্ট (চঃদাঃ), গাইবান্ধা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না।

তারিখ, ২৫ জুলাই ২০১৩

নং স্বাপকম/শৃংখলা-১/১-১৩৫/২০০৭-৬৫০—যেহেতু, ডাঃ সায়লা পারভীন (৪০৫৫৬), সহকারী অধ্যাপক (চঃদাঃ), গাইনী, অনকোলজি বিভাগ, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা (প্রাক্তন প্রভাষক, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি) ধারার অপরাধে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন;

যেহেতু, শুনানীঅন্তে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন এবং তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত প্রদান করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ সায়লা পারভীন (৪০৫৫৬), সহকারী অধ্যাপক (চঃদাঃ), গাইনী, অনকোলজি বিভাগ, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য ও দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

তারিখ, ৫ আগস্ট ২০১৩

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫৬.২০১৩-৬৮৭—যেহেতু, ডাঃ মোঃ মোজাম্মেল হক (১০১৩৭৭২), মেডিকেল অফিসার (শিশু অন্তবিভাগ), স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিডফোর্ট হাসপাতাল এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ৩০-৭-২০১৩ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীর সময় তার অভিযোগনামা, তাঁর মৌখিক ও লিখিত বক্তব্য, প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন এবং নথির সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য বলে প্রতীয়মান হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোঃ মোজাম্মেল হক (১০১৩৭৭২), মেডিকেল অফিসার (শিশু অন্তবিভাগ), স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিডফোর্ট হাসপাতাল এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত করা হল। ভবিষ্যতে তিনি বকেয়া হিসেবে এ বেতন প্রাপ্য হবেন না।

এ.এম. বদরুদ্দোজা
অতিরিক্ত সচিব।

শৃংখলা-২ শাখা

আদেশাবলী

তারিখ, ২১ আগস্ট ২০১৩

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০৯৫.২০১৩-৩৩৬—যেহেতু, ডাঃ হাজেরা খাতুন (১২৫৪৬২), মেডিকেল অফিসার (জুনিয়র কনসালটেন্ট মিডিসিন পদের বিপরীতে) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, শ্রীবরদী, শেরপুর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও (সি) বিধি মোতাবেক ‘অসদাচরণ’ ও ‘বিনানুমতিতে’ কর্মস্থলে অনুপস্থিতি এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ৫-৫-২০১৩ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, আপনি কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ হাজেরা খাতুন (১২৫৪৬২), মেডিকেল অফিসার (জুনিয়র কনসালটেন্ট মিডিসিন পদের বিপরীতে) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, শ্রীবরদী, শেরপুর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, ব্যক্তিগত শুনানী ও উপস্থাপিত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) বিধি মোতাবেক তাঁকে তিরস্কার (Censure) করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল।

তারিখ, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.১১৭.২০১৩-৩৬৯—যেহেতু, ডাঃ এম এইচ জাকারিয়া (১২৬২৯৫), মেডিকেল অফিসার, মাটিভাঙ্গা ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, নাজিরপুর, পিরোজপুর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ২৭-৮-২০১৩ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব, শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, ও অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনাপূর্বক ডাঃ এম এইচ জাকারিয়া (১২৬২৯৫), মেডিকেল অফিসার, মাটিভাঙ্গা ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, নাজিরপুর, পিরোজপুর এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বর্ণিত বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল।

তারিখ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০৯৯.২০১৩-৩৭৩—যেহেতু, ডাঃ নাহিদ নাছরিন ইভা (১২৩০০৭), সহকারী সার্জন, ২৫০ শয্যা হাসপাতাল, মৌলভীবাজার এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে ‘অসদাচরণ’ ও ‘বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি’ এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

এক্ষণে, সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য ও অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনাপূর্বক প্রতীয়মান হয় ডাঃ নাহিদ নাছরিন ইভা (১২৩০০৭), সহকারী সার্জন, ২৫০ শয্যা হাসপাতাল, মৌলভীবাজার নবীন কর্মকর্তা হিসেবে সরকারি অফিসের সমস্ত নিয়ম-কানুন জানার জন্য তাঁর আরোও সময়ের প্রয়োজন এবং সঠিক গাইডেন্স পাওয়া প্রয়োজন। সার্বিক বিবেচনায় তাকে তিরস্কার দণ্ড আরোপ করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল।

এ. এম. বদরুদ্দোজা
অতিরিক্ত সচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়

শোক প্রস্তাব

তারিখ, ২১ নভেম্বর ২০১৩

নং **৩৬.০৫২.০০৩.০০.০০.০০১.২০১১/৫৪১**—জনাব শাহ্ মোঃ জালাল উদ্দিন শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এ গবেষণা কর্মকর্তা পদে কর্মরত থাকা অবস্থায় ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১৮ নভেম্বর ২০১৩ খ্রিঃ তারিখ রোজ সোমবার দিবাগত রাত্র ৭.১০ ঘটিকায় নিজ বাস ভবন বি-২৬/সি-৮, আগারগাঁও তালতলা সরকারী কলোনী, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ এ ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি .... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বৎসর।

মরহুম শাহ্ মোঃ জালাল উদ্দিন ১২ মে ১৯৫৯ খ্রিঃ তারিখ ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার বিলভাদেরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮০ সালে গুরুদয়াল সরকারী কলেজ, কিশোরগঞ্জ হতে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন।

মরহুম শাহ্ মোঃ জালাল উদ্দিন দীর্ঘ চাকুরী জীবনে একজন কর্তব্য পরায়ন, নিষ্ঠাবান ও মিষ্টভাষী কর্মকর্তা ছিলেন । তিনি মৃত্যুকালে স্ত্রী, চার মেয়ে এবং বহু আত্মীয়স্বজন ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মরহুম শাহ্ মোঃ জালাল উদ্দিন এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ এবং মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। সেইসাথে তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

এবিএম আমিন উল্লাহ নুরী
উপ-সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

কল্যাণ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১১ অগ্রহায়ণ ১৪২০/২৫ নভেম্বর ২০১৩

নং **০৫.১২৩.০০২.০০.০০.০৩৩.২০১৩-৩২৫**—বেসামরিক প্রশাসনে চাকরিরত অবস্থায় কোন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষম হলে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে এতদ্‌বিষয়ে সরকার নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করলেন, যথা ঃ

(১) **শিরোনামা ঃ**

এ নীতিমালা বেসামরিক প্রশাসনে চাকরিরত অবস্থায় কোন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর মৃত্যুবরণ এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতাজনিত কারণে আর্থিক অনুদান প্রদান নীতিমালা, ২০১৩ নামে অভিহিত হবে।

(২) **প্রয়োগ ও প্রবর্তন ঃ**

১. এ নীতিমালা ০৫ আষাঢ়, ১৪২০ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৯ জুন, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

২. প্রজাতন্ত্রের বেসামরিক কর্মে নিয়োজিত সকল সরকারি ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য এ নীতিমালা প্রযোজ্য। তবে যে সকল প্রতিষ্ঠানের সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী এ ধরণের আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন, তাঁরা এ নীতিমালার আওতা বহির্ভূত থাকবেন।

(৩) **সংজ্ঞা ঃ** বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে, এ নীতিমালায়,

(ক) "কর্মকর্তা/কর্মচারী" অর্থ—

১. প্রজাতন্ত্রের বেসামরিক কর্মে নিয়োজিত যে কোন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী;

২. সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান যেমন-বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

৩. প্রেষণে, শিক্ষা ছুটিতে, প্রশিক্ষণে ও সাময়িক বরখাস্তকালীন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী; তবে লিয়েনে কর্মরতগণ এ নীতিমালার অধীন কর্মকর্তা/কর্মচারী বলে গণ্য হবেন না।

(খ) "স্থায়ী অক্ষম" অর্থ-সরকারি কার্য সম্পাদনে স্থায়ীভাবে অক্ষমতার স্বপক্ষে সরকার কর্তৃক গঠিত মেডিক্যাল বোর্ডের প্রত্যয়নকৃত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী;

(গ) "বছাই কমিটি" অর্থ- মৃত্যু/স্থায়ী অক্ষমতাজনিত কারণে আর্থিক অনুদান প্রদানের নিমিত্ত প্রাপ্ত আবেদনপত্র বাছাইয়ের জন্য এ নীতিমালার ৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত কমিটি।

(ঘ) "মেডিক্যাল বোর্ড" অর্থ- এ নীতিমালার ৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড;

(ঙ) "কল্যাণ অনুদান" অর্থ- প্রজাতন্ত্রের বেসামরিক কর্মে নিয়োজিত যে কোন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীকে মৃত্যু/স্থায়ী অক্ষমতাজনিত কারণে প্রদত্ত এককালীন আর্থিক অনুদান;

(চ) "পরিবার" অর্থ- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর পরিবারের সদস্য অথবা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত উত্তরাধিকারী;

(ছ) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ অর্থ- সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ অথবা তার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ; এবং

(জ) "আবেদনপত্র" অর্থ- এ নীতিমালার সাথে সংযুক্ত নির্ধারিত ফরমে দাখিলকৃত আবেদন এবং ক-ঙ অংশ আবেদনপত্রের অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

(৪) **অর্থের উৎস ঃ** এ নীতিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রতি আর্থিক বছর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিবালয়ের অনুকূলে অর্থ বিভাগ কর্তৃক এ বাবদ অর্থনৈতিক কোডে প্রদত্ত বরাদ্দ।

(৫) **বাছাই কমিটি ঃ** মৃত্যু/গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতাজনিত কারণে আর্থিক সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত প্রাপ্ত আবেদন বাছাইয়ের জন্য কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ে বাছাই কমিটির গঠন নিম্নরূপ ঃ

৫.১ **কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কমিটি ঃ**

১.	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	-	সভাপতি
২.	অর্থ বিভাগের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৩.	সিভিল সার্জন (বাংলাদেশ সচিবালয় ক্লিনিক)	-	সদস্য
৪.	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৫.	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬.	সিনিয়র সহকারী সচিব (কল্যাণ শাখা)	-	সদস্য-সচিব

কার্যপরিধি ঃ

১. জেলা পর্যায়ে সুপারিশকৃত আবেদন বিবেচনা ও সুপারিশ;

২. মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংযুক্ত দপ্তর/সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের আবেদন বিবেচনা ও সুপারিশ;

৩. কমিটি অর্থ বছরে কমপক্ষে তিনটি বৈঠক করবে;

৪. প্রতি সভা শেষে সুপারিশকৃত নামের তালিকাসহ আবেদনপত্রের 'ঘ' অংশ পূরণ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ শাখায় প্রেরণ।

৫.২ **জেলা পর্যায়ে কমিটি ঃ**

১.	জেলা প্রশাসক	-	সভাপতি
২.	সিভিল সার্জন	-	সদস্য
৩.	আবেদন সংশ্লিষ্ট জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা	-	সদস্য
৪.	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সাধারণ শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	-	সদস্য-সচিব

কার্যপরিধি

১. জেলায় অবস্থিত বিভাগীয় পর্যায়ের দপ্তরসহ সকল সরকারি দপ্তর থেকে প্রাপ্ত আবেদন বিবেচনা ও সুপারিশ;

২. অর্থ বছরে কমপক্ষে তিনটি সভা করা এবং সর্বশেষ সভাটি মার্চের মধ্যে সম্পন্ন করা;

৩. প্রতি সভা শেষে সুপারিশকৃত নামের তালিকাসহ আবেদনপত্রের 'গ' অংশ পূরণ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ শাখা বরাবর প্রেরণ করা।

(৬) **মেডিক্যাল বোর্ড ঃ** মৃত্যু/স্থায়ী অক্ষম কর্মকর্তা/কর্মচারী সনাক্তকরণের জন্য কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ে নিম্নরূপ স্থায়ী মেডিক্যাল বোর্ড থাকবে।

৬.১ কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ঃ

১.	চিকিৎসা তত্ত্বাবধায়ক, সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল, ঢাকা	-	সভাপতি
২.	ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গের বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক (চিকিৎসা তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
৩.	সিনিয়র সহকারী সচিব (কল্যাণ শাখা)	-	সদস্য-সচিব

কার্যপরিধি ঃ

১. মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিনস্থ দপ্তর/প্রতিষ্ঠান এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত আবেদনপত্রের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী স্থায়ী অক্ষমতার বিষয়টি পরীক্ষাপূর্বক আবেদনপত্রের 'গ' অংশে প্রত্যয়ন প্রদান;

২. আবেদনপত্রসহ আনুষাঙ্গিক কাগজপত্র জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ শাখায় সংরক্ষণ এবং কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল বোর্ডের নিকট উপস্থাপন করা;

৩. কল্যাণ শাখা কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল বোর্ডের সাথে পরামর্শক্রমে মেডিক্যাল পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারণ এবং সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে বোর্ডে উপস্থিত হওয়ার জন্য অবহিতকরণ।

৬.২ **জেলা পর্যায়ে কমিটি ঃ**

১.	সিভিল সার্জন	-	সভাপতি
২.	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ চিকিৎসক (সিভিল সার্জন কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
৩.	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সাধারণ শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	-	সদস্য-সচিব

কার্যপরিধি ঃ

১. জেলার বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত আবেদনপত্রের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর স্থায়ী অক্ষমতার বিষয়টি পরীক্ষাপূর্বক আবেদনপত্রের 'গ' অংশে প্রত্যয়ন প্রদান;

২. আবেদনপত্রসহ আনুষাঙ্গিক কাগজপত্র জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সাধারণ শাখায় সংরক্ষণ এবং জেলা মেডিক্যাল বোর্ডের নিকট উপস্থাপন;

৩. সাধারণ শাখা জেলা মেডিক্যাল বোর্ডের সাথে পরামর্শক্রমে মেডিক্যাল পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারণ এবং সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে বোর্ডে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন।

(৭) **আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির আবেদনের পদ্ধতি ঃ**

৭.১ এ নীতিমালার সাথে সংযুক্ত নির্ধারিত ফরমে যথাযথ কর্তৃপক্ষ ও পদ্ধতির মাধ্যমে সিনিয়র সচিব/সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন করতে হবে;

৭.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে;

৭.৩ ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত সরকারি অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তর/ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়/ বিভাগের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে;

৭.৪ ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা ব্যতীত অন্যান্য বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা পর্যায়ের সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

(৮) **অনুদান মঞ্জুরীর পদ্ধতি ঃ**

৮.১ কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আর্থিক অনুদান প্রাপ্য হবেন। সুপারিশকৃত তালিকা অনুমোদনের পর কল্যাণ শাখা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী/ব্যক্তির অনুকূলে অনুদান প্রদানের জন্য সরকারি মঞ্জুরিপত্র (জি.ও.) জারী করবে।

৮.২ প্রতিটি সরকারি মঞ্জুরি পত্রে (জি.ও.) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী/ব্যক্তির ব্যাংক হিসাব নম্বর, ব্যাংকের নাম ও ব্যাংকের অবস্থান উল্লেখ থাকবে।

৮.৩ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী/ব্যক্তির আর্থিক অনুদানের বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের হিসাব কোষের হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা (Drawing and Disbursing Officer-D.D.O.) হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (সি.এ.ও.), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কার্যালয়ে সকল বিল দাখিল করবে।

৮.৪ সি.এ.ও. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কার্যালয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী/ব্যক্তির নামে চেক ইস্যু/আবেদনকারীর ব্যাংক হিসাবে অনুদানের অর্থ স্থানান্তর করবে;

৮.৫ চেক ইস্যু হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ শাখা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী/ব্যক্তির নিকট চেক হস্তান্তর করবে। চেক ইস্যু/ব্যাংক হিসাবে অর্থ স্থানন্তরের বিষয়ে ত্রৈমাসিকভিত্তিতে প্রতিবেদন সি.এ.ও. এর কার্যালয় কর্তৃক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ শাখায় প্রেরণ করবে।

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

আবেদনকারীর এক কপি রঙ্গিন পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ফটো

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিনস্থ দপ্তর/প্রতিষ্ঠান এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুকূলে মৃত্যু/ স্থায়ী অক্ষমতাজনিত আর্থিক অনুদান প্রদানের জন্য আবেদন ফরম

বরাবর
সিনিয়র সচিব/সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বিষয় ঃ **মৃত্যু/স্থায়ী অক্ষমতাজনিত কারণে আর্থিক অনুদানের জন্য আবেদন।**

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি/আমার স্বামী/স্ত্রী .... প্রতিষ্ঠানে .... হিসেবে কর্মরত আছি/ছিলেন। আমি/তিনি ....তারিখে ইন্তেকাল করেছেন/...............অঙ্গহানি হয়ে স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়েছি (অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে দিতে হবে)। নিম্নে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আপনার সদয় অবগতির জন্য পেশ করা হলো ঃ

('ক' অংশঃ কর্মচারী/প্রকৃত উত্তরাধিকারী কর্তৃক পূরণ করতে হবে ও অপ্রয়োজনীয় অংশ পূরণ করার দরকার নেই)

(ক)	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম (বাংলায়) (ইংরেজিতে বড় অক্ষরে)	ঃ
(খ)	পিতার/স্বামীর/স্ত্রীর নাম (বাংলায়) (ইংরেজিতে বড় অক্ষরে)	ঃ
(গ)	পদবি (বাংলায়) (ইংরেজিতে বড় অক্ষরে)	ঃ
(ঘ)	অফিসের নাম ও ঠিকানা	ঃ
(ঙ)	আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা (মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীর ক্ষেত্রে উত্তরাধীকারী)	ঃ
(চ)	আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র নং (সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে)	ঃ
(ছ)	আবেদনকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সম্পর্ক	ঃ
(জ)	ফোন/মোবাইল/ই-মেইল নং	ঃ
(ঝ)	ব্যাংক হিসাব নম্বর ব্যাংকের নাম ও ব্যাংকের শাখার নাম (যে হিসাবে অনুদানের অর্থ পেতে ইচ্ছুক)	ঃ
(ঞ)	কর্মকর্তা/কর্মচারী জন্ম তারিখ	ঃ
(ট)	চাকরিতে যোগদানের তারিখ	ঃ

(ঠ)	কর্মকর্তা/কর্মচারী রাজস্বখাতভুক্ত কিনা	ঃ
(ড)	কর্মকর্তা/কর্মচারীর উত্তরাধিকারীর নাম ও ঠিকানা (উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সনদ সংযুক্ত করতে হবে)	ঃ
(ঢ)	মৃত ব্যক্তির পক্ষে আবেদন করার জন্য অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাপত্র	ঃ
(ণ)	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর মৃত্যুর তারিখ (মৃত্যু সনদ সংযুক্ত করতে হবে)	ঃ
(ত)	ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গের বিবরণ (অক্ষমতার সমর্থনে চিকিৎসকের কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে)	ঃ
(থ)	প্রার্থিত টাকার পরিমাণ	ঃ

অতএব, আমার আবেদন সদয় বিবেচনাপূর্বক কল্যাণ অনুদান মঞ্জুরীর জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

তারিখ ঃ

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
সীল/বর্তমান ঠিকানা

আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলছি যে, এ আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্যাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য এবং আমি কোন তথ্য গোপন করিনি।

তারিখ ঃ

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
সীল/বর্তমান ঠিকানা

'খ' অংশঃ (নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূরণীয়, অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে দিতে হবে)

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জনাব/বেগম .... পদবী .... ও কর্মস্থল .... অত্র অফিসের একজন স্থায়ী/রাজস্বখাতভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী ছিলেন/আছেন। তিনি ....তারিখে কর্মরত থাকাকালে মৃত্যুবরণ করেন/তাঁর ....অঙ্গ স্থায়ীভাবে হানি হয়েছে। তাঁকে .... টাকা আর্থিক অনুদান প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হলো। এ কর্মকর্তা/কর্মচারীর আবেদনপত্রের 'ক' অংশে বর্ণিত তথ্যাদি সঠিক। তাঁর অনুকূলে এ ধরণের কোন আর্থিক অনুদানের আবেদনপত্র পূর্বে অত্র অফিস থেকে প্রেরণ করা হয়নি।

তারিখঃ

নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও তারিখ
নামযুক্ত সীল ও ঠিকানা
ফোন/মোবাইল নম্বর

'গ' অংশঃ (মেডিক্যাল বোর্ড কর্তৃক পূরণীয়, অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে দিতে হবে)

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জনাব/বেগম .... পদবী .... ও কর্মস্থল ....এর কাগজপত্র/তাঁকে অদ্য .... তারিখে পরীক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষায়/কাগজপত্রদৃষ্টে তাঁর .... অঙ্গ স্থায়ীভাবে হানি হয়েছে/তাঁর মৃত্যুর প্রদত্ত সনদ সঠিক।

মেডিক্যাল বোর্ডের সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর ও তারিখ	মেডিক্যাল বোর্ডের সদস্যের স্বাক্ষর ও তারিখ	মেডিক্যাল বোর্ডের সভাপতির স্বাক্ষর ও তারিখ

'ঘ' অংশঃ (বাছাই কমিটি কর্তৃক পূরণীয়, অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে দিতে হবে)

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জনাব/বেগম .... পদবী .... ও কর্মস্থল ....এর অনুকূলে মৃত্যু/অক্ষমতাজনিত কারণে আর্থিক অনুদান .... টাকা মঞ্জুরীর জন্য বাছাই কমিটির .... তারিখের সভায় সুপারিশ করা হয়েছে।

তারিখঃ

বাছাই কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর ও
নামযুক্ত সীল ও ঠিকানা
ফোন/মোবাইল নম্বর

'ঙ' অংশঃ (কল্যাণ শাখা কর্তৃক পূরণীয়)

জনাব/বেগম .... পদবী .... ও কর্মস্থল .... গত .... তারিখের কল্যাণ শাখার স্মারক নং .... মূলে .... টাকা অনুদান মঞ্জুরী জারী করা হয়েছে।

তারিখঃ

স্বাক্ষরসহ সীল
সিনিয়র সহকারী সচিব
কল্যাণ শাখা
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
শাখা-১১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ নভেম্বর ২০১৩

নং শাখা-১১/২৪/৮২/৪২৩—মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নম্বর ৩২৯২/২০০১ এবং ৮৬৮/২০০১ এর ২৯-৪-২০০৩ খ্রিঃ তারিখের রায় বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট সংখ্যা নম্বর-৯৭৬২ (৪৩) ক্রমিক নম্বর ১২৩৮-এ-প্রকাশিত পরিত্যক্ত সম্পত্তির "ক" তালিকা থেকে নিম্নবর্ণিত বাড়িটি সরকার অবমুক্ত করলেন।

"বাড়ি নম্বর-২-এইচ/৭-২৯ মিরপুর, ঢাকা"।

২। এ অবমুক্তির পূর্ব পর্যন্ত বাড়িটি পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকাকালীন সরকারের নিকট কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবি করা যাবে না।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আকরামুজ্জামান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ, ১৪ নভেম্বর ২০১৩

নং বিচার-৭/২এন-৯২/২০১৩-১৫৬১—আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছি যে, সরকার মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ (সংশোধিত বিধিমালা, ২০১৩) এর ৬ক বিধি মোতাবেক জনাব মোঃ আতিক উল্লাহ, পিতা মৃত আতাউর রহমান, মাতা মোছাঃ মাহমুদা খানম, গ্রাম তারাপাশা, ডাকঘর ও ইউনিয়ন জাহাঙ্গীরপুর, উপজেলা নান্দাইল, জেলা ময়মনসিংহ-কে কোন আদালতে কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে কার্যকর হইবে না, এই শর্তে ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার ১২নং জাহাঙ্গীরপুর ইউনিয়নের অস্থায়ী নিকাহ রেজিস্ট্রী লাইসেন্স প্রদানের অনুমোদন জ্ঞাপন করিলেন।

২। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও বিধি মোতাবেক দরখাস্ত আহবানপূর্বক অবিলম্বে স্থায়ী নিয়োগের প্যানেল প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল।

৩। ইতোমধ্যে সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

৪। পরবর্তীতে বিধি মোতাবেক স্থায়ী নিয়োগ হওয়ার সাথে সাথে অস্থায়ী নিকাহ রেজিস্ট্রী লাইসেন্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হইয়া যাইবে।

এই আদেশ কোন মামলায় কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে কার্যকর হইবে না।

তারিখ, ২১ নভেম্বর ২০১৩

নং বিচার-৭/২এন-৩৫/২০০৪(অংশ-১)-১৬৪৮—আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছি যে, সরকার মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ (সংশোধিত বিধিমালা, ২০১৩) এর ৬ক বিধি মোতাবেক জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল, পিতা মৃত মোঃ আব্দুল হাকিম, মাতা মৃত মোসাঃ আছিয়া খাতুন, গ্রাম নয়াপাড়া, ডাকঘর ভবানীপুর, ভাওয়াল গড়, ইউনিয়ন ওয়ার্ড নং-০৫, উপজেলা গাজীপুর সদর, জেলা গাজীপুর-কে কোন আদালতে কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে কার্যকর হইবে না, এই শর্তে গাজীপুর সদর উপজেলার নবগঠিত ভাওয়াল গড়, ইউনিয়নের ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে অস্থায়ী নিকাহ রেজিস্ট্রী লাইসেন্স প্রদানের অনুমোদন জ্ঞাপন করিলেন।

২। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও বিধি মোতাবেক দরখাস্ত আহবানপূর্বক অবিলম্বে স্থায়ী নিয়োগের প্যানেল প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল।

৩। ইতোমধ্যে সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

৪। পরবর্তীতে বিধি মোতাবেক স্থায়ী নিয়োগ হওয়ার সাথে সাথে অস্থায়ী নিকাহ রেজিস্ট্রী লাইসেন্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হইয়া যাইবে।

এই আদেশ কোন মামলায় কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে কার্যকর হইবে না।

মোঃ হেমায়েত উদ্দিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আদেশ

তারিখ, ২৪ নভেম্বর ২০১৩

নং বিচার-৭/২এন-৯১/২০১৩(অংশ)-১৬৬৯—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসাইন, পিতা মৃত আবুল হাসেম, মাতা মোসাঃ আমেনা বেগম, গ্রাম ও পোঃ কাউলতিয়া, ওয়ার্ড নং ২১, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এর ২১ নং ওয়ার্ড এলাকায় বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

আল আসাদ মোঃ আসিফুজ্জামান
সিনিয়র সহকারী সচিব (অঃদাঃ)।

ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিগ্রহণ শাখা-১

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২০ কার্তিক ১৪২০/০৪ নভেম্বর ২০১৩

নং **ভূঃমঃ/শা-১০/হুঃদঃ/ডিএ-৪৪/৮৭(অংশ-২)২৯৭**—১৩৮/৬১-৬২ নং এল,এ কেইসে হুকুম দখলকৃত জোয়ার সাহারা মৌজার ভূমি মন্ত্রণালয় স্মারক নং-ভূঃমঃ/শাঃ-১০/হুঃদঃ/ডিএ ৪৪/৮৭ (অংশ)২/২৬৭, তাং ১৪-০৫-৯২ এবং এতদ্বসংক্রান্ত পূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত স্মারক নং-রাজউক/ভূঃশাঃ/১৫-১৮৪(অং)-২/১০৭(৮) স্থাঃ তারিখ ১২-১১-১৯৯১ ইং এর মাধ্যমে গঠিত কমিটির ১০-১১-৯২ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১ম, ২য়, ৩য়, ৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম, ১৩তম ও ১৪তম পর্বে অবমুক্তকরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির আলোকে এল,এ কেইস নং-১৩৮/৬১-৬২ এর আওতায় হুকুম দখলকৃত ভূমি জেলা-ঢাকা, থানা-সাবেক গুলশান ও ক্যান্টনমেন্ট হালে ভাটারা ও খিলক্ষেত, মৌজা-জোয়ার সাহারা, জে, এল নং-২৭১, উল্লেখ্য সি,এস দাগসমূহের ১৩৪৭, ১৩৪৮, ১৩৫৭, ১৩৬০, ১৩৬১, ১৩৬২, ১৩৬৫, ১৩৭৬, ১৩৭৯, ১৪১৯, ১৪২০, ১৪৩৯, ১৪৪০, ১৪৪৬, ১৪৫২, ১৫২৪, ১৫২৬, ১৫২৭, ১৫২৮, ১৬৫২, ১৬৫৩, ১৬৫৫, ১৬৫৬, ১৬৭৩, ১৬৭৪, ১৬৮১, ১৭৮২, ১৭৮৩, ১৭৮৪, ১৭৮৫, ১৭৯২, ১৭৯৩, ১৭৯৫, ১৭৯৬, ১৭৯৭, ১৮০০, ১৮০১, ১৮১০, ১৮১১, ১৮১২, ১৮১৩, ১৮১৪, ১৮১৫, ১৮১৬, ১৮১৭, ১৮১৮, ১৮১৯, ১৮২০, ১৮৩১, ১৮৩২, ১৮৩৪, ১৮৩৬, ১৮৩৭, ১৮৪৪, ১৮৪৭, ১৮৪৮, ১৮৪৯, ১৮৫০, ১৮৫১, ১৮৫২, ১৮৫৩, ১৮৫৪ ও ১৮৬২ সম্পূর্ণ অংশ ৭৯.১৯০০ একর তফসিল বর্ণিত ভূমি অবমুক্ত করা হইল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মনিরুজ্জামান খান
সিনিয়র সহকারী সচিব।